কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৭ ৪ কলাম ১

কওমি শিক্ষায় অব্যবস্থাপনা

বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নিতে হবে

দেশে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী প্রায় ২০ লাখ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার। এর পরও এই ধারার শিক্ষাব্যবস্থাটি শৃঙ্খলার মধ্যে আসেনি। সনদের স্বীকৃতি নেই বলে কওমি পাস শিক্ষার্থীরা মূল কর্মস্রোতে প্রবেশ করতে পারে না। পাঠ্যক্রমে যুগোপযোগী বিষয় না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক জ্ঞানও সীমিত থাকছে। কওমির ছাত্ররা গোপনে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। স্বতন্ত্র ধারার এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সরকারের সক্রিয়ভাবে ভাবা উচিত।

সরকার ২০১৩ সালে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের উদ্যোগ নিয়ে পিছিয়ে যায়। সম্প্রতি সরকার আবারও তৎপর হয়েছে। একটি পর্যালোচনা কমিটি ২০১৩ সালে প্রণীত সুপারিশে সামান্য পরিবর্তন এনে খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত যেন বাস্তবসম্মত হয়। কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদনে খসড়া প্রস্তাব বিষয়ে বলা হয়েছে, 'কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারের ন্যূনতম কোনো সম্পৃক্ততা, এমনকি তদারকি বা মনিটরিংয়ের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা কিংবা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলার কথাও কোথায়ও বলা হয়নি'। খসড়া প্রস্তাবকে জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গেও সমন্বয় করা হয়নি। মৌলিক কোনো জায়গা সাংঘর্ষিক হলে হিতে বিপরীত ঘটে—এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। সনদের ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে ছয়টি শর্ত দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষের ভাবনা অবশ্যই সুদূরপ্রসারী হতে হবে। ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার তথা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকা অবশ্যই বড় ব্যর্থতা। তবে তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নিলে জটিলতা বাড়ে বই কমে না!

কওমি আলেমরা মনে করছেন, তাঁদের শিক্ষার্থীরা পাস করে বেরিয়ে দেশ-বিদেশে মর্যাদা পাচ্ছেন না স্বীকৃতির অভাবে। আবার কওমি শিক্ষক সমাজের কেউ কেউ বর্তমান সরকারের আমলে স্বীকৃতি গ্রহণ সমর্থনও করছেন না। অথচ এই আলেমরাই জামায়াত-শিবির প্রভাবিত সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন! নিজেদের মধ্যেই যদি অনৈক্য থাকে, স্ববিরোধিতা কাজ করে—সমস্যার সমাধান হবে কী করে? শিক্ষার মতো বিষয়ে রাজনৈতিক হীনম্মন্যতাবোধ কেন থাকবে?

প্রায় পৌনে এক কোটি শিক্ষার্থী যে ধারায় পড়ালেখা করছে তার নীতিনির্ধারণে শিক্ষকসমাজ থেকে সরকার—সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। মনে রাখতে হবে, সময় ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকলে কোনো ব্যবস্থাই টেকসই হয় না। কওমির শিক্ষার্থীরা দ্বিনি দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে নিজেদের অবশ্যই তৈরি করবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। দেশের প্রতিটি নাগরিক দক্ষ ও যোগ্য হলে সে মানবসম্পদে ভর করে জাতি এগিয়ে যাবে।